দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...... 4 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৭ ......

দেশে ৫ কোটি বয়স্ক লোক নিরক্ষর

সরকারের কোন সাক্ষরতা কার্যক্রম নেই

॥ নিজামুল হক ॥

দেশে ৫ কোটি বয়স্ক লোক নিরক্ষর থাকলেও সরকারের কোন বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম নেই। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় যে প্রকল্প রয়েছে তা সাক্ষরদের জন্য, নিরক্ষরদের জন্য নয়। অথচ সরকার ২০১৭ সালের মধ্যে সবাইকে নিরক্ষরতামুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। বয়স্কদের সাক্ষর না করে সরকারের এ ঘোষণা কতটা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছেন। দেশে পনের বয়সোর্ধ্ব প্রায় ১০ কোটি লোক রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশে পনের বয়সোর্ধ্ব লোকের মধ্যে ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ সাক্ষর। এর মধ্যে ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ মহিলা।

তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৫ কোটি লোক নিরক্ষর। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ১৫ বয়সোর্ধ্ব নিরক্ষর লোকের মধ্যে ৫৩ দশমিক (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে ৫ কোটি বয়স্ক

(১৬শ পৃঃ পর)

৬ শতাংশ গ্রামে এবং ৪৩ দশমিক ১ শতাংশ শহরে বাস করে। আবার নিরক্ষর এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭২ শতাংশ খুবই গরিব, ২৪ শতাংশ বিত্তশালী।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বয়স্ক নিরক্ষর লোক সমাজের জন্য অভিশাপ। তারা সমাজের উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এছাড়া নিরক্ষর লোক তার সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে পাঠায়, লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝে না। তারা সমাজ সচেতন নয়। সমাজের জন্য বোঝা। তাই বয়স্ক নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করে তোলা জরুরি। ইউনেস্কো প্রকাশিত এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, আজকের বিশ্বে বেঁচে থাকতে হলে পড়তে ও লিখতে জানতে হবে। যা মৃত্যু হার হ্রাস, সুস্বাস্থ্য অর্জন এবং কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করে। এরপরও সাক্ষরতা একটি অবহেলিত কার্যক্রম হয়ে রয়েছে।

দীর্ঘ ১০ বছরে বাংলাদেশ সরকারের এমন কোন কার্যক্রম নেই যার মাধ্যমে বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে। স্বল্প সংখ্যক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সীমিত পরিসরে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিদেশী দাতা দেশগুলোও বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সুযোগ পেলে কেউ কেউ বয়স্ক সাক্ষরতাকে শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এডুকেশন ফর অল গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে ৭৭ কোটি বয়স্ক ব্যক্তি নিরক্ষর। এদের দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বে মোট বয়স্ক নিরক্ষর লোকের শতকরা ৮০ ভাগ বাস করে ২০টি দেশে এবং এর অর্ধেকই বাস করে বাংলাদেশ, চীন ও ভারতে। যদিও আলজেরিয়া, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্কে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা কমেছে। তবুও অন্যান্য দেশে এই সংখ্যার কোন অগ্রগতি হয়নি। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৪ এবং ২০০০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪ শতাংশ হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় সব অঞ্চলেই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ছিল যা ৬৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯ শতাংশে পৌঁছে। তবে সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, আরব রাষ্ট্রসমূহ ও ক্যারিবিয়ানে আঞ্চলিক বয়স্ক সাক্ষরতার হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় হারের চেয়ে কম ছিল।

১৯৮০ সালে বয়স্ক সাক্ষরতার ঘোষণা দিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেন। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এ কাজে সম্পৃক্ত করেন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪০ লাখ লোক সাক্ষর হয়েছে এমন দাবি করলেও এ কর্মসূচির মাধ্যমে খুব কম লোকই সাক্ষরতা লাভ করেছে। ১৯৮৭ সালে গঠিত গণশিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯০ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় বয়স্ক শিক্ষাক্রম শুরু হয়। দুই দফায় নাম পরিবর্তন শেষে এটি হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে। এরপর থেকে শুরু হয় নানা অনিয়ম, দুর্নীতি। যত সংখ্যক সাক্ষর হয়েছে তার চাইতে ১০/২০ গুণ বাড়িয়ে তথ্য তৈরি করা হয়। এটি পরিণত হয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে। পরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সার্বিক আন্দোলন বা টিএলএম নামে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলায় জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচি হাতে নেয়। বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত টিএলএম শেষে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ সাক্ষর হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হলেও বাস্তবের সঙ্গে এই তথ্যের কোন মিল নেই।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞ আ ন স হাবীবুর রহমান বলেন, দেশে বড় একটি অংশ নিরক্ষর থাকলেও সরকারের কোন কার্যক্রম না থাকা ভবিষ্যতের জন্য হুমকি। বয়স্ক লোককে সাক্ষর না করে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

ঢাকা আহসানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, দেশে পাঁচ কোটি লোক নিরক্ষর রয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হলে এখনই সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের এক একটি বিভাগকে টার্গেট করে এ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।